

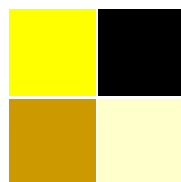
---

# বাংলাদেশের পর্যটন মিথ পর্ব ১

মাবরুর মাহমুদ

আইএফডি পলিসি পেপার সিরিজ  
পেপার ৩

জানুয়ারী ১, ২০১৫



[এই পেপারের মন্তব্য এবং যে কোন ভুল ভ্রান্তির জন্য লেখক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। এর জন্য অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দায়ী নয়]



## বাংলাদেশের পর্যটন মিথ - পর্ব ১

বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের বিকাশের সম্ভাবনা নিয়ে আলাপ আলোচনা হচ্ছে দীর্ঘদিন থেকেই। এখন পর্যন্ত পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা নিয়ে কয়টি সভা-সেমিনার হয়েছে, কয়টি র্যালির আয়োজন করা হয়েছে. তার কোন সঠিক হিসাবে বোধ করি কারো কাছেই নেই। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প বিগত কয়েক দশকে লক্ষণীয়ভাবে আগায়নি।

অথচ সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতি বাংলাদেশেরই কাছের দেশ থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর এবং মালয়শিয়াতে। এই তিনটি দেশের পর্যটন শিল্প এখন সারা বিশ্বে জনপ্রিয়। এমনকি আমাদের একেবারে নিকটবর্তী দেশ ইন্ডিয়ার পর্যটন শিল্প যেভাবে পরিচিতি পেয়েছে, আমরা তার ধারে কাছেও নেই। আর সার্কভুক্ত আরেকটি দেশ মালদ্বীপের কথা না হয় বাদই দিলাম। এই দেশটি তো এখন পর্যটন শিল্পের প্রথম কাতারের একটি।

এখন প্রশ্ন হল, আমাদের পর্যটন শিল্পের তাহলে কি কোন সম্ভাবনাই নেই? আমরা কি পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা নিয়ে কোন মরীচিকার পিছনে ছুটছি, যার আসলে কোন বাস্তব উপস্থিতি নেই?

উপরের প্রশ্নের উত্তরে সকলেই নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনার দিক দিয়ে কোন সমস্যা নেই। সমস্যা রয়েছে আমাদের সামগ্রিক পরিকল্পনায়, চিন্তাধারায়।

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পকে আরো এগিয়ে নিতে হলে আমাদের কি কি করা উচিত, কোন কোর্সে আগানো দরকার - এই বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে আমরা একটি গবেষণার কাজে হাত দেই আজ থেকে বছর দেড়েক আগে। আমাদের মনে প্রশ্ন ছিল, আমরা যেভাবে পর্যটন শিল্প নিয়ে চিন্তা করি, পর্যটন শিল্প সফল যে সকল দেশ রয়েছে, তারা কি বিষয়টাকে একই দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করে? নাকি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন?



আর আমরা যে সকল বিদেশীদেরকে আকৃষ্ট করতে চাচ্ছি, তারাও বা আমাদের পর্যটন সম্ভাবনাকে কিভাবে দেখে?

এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা যে সকল তথ্য-উপাও ঘাটাঘাটি করেছি, যে সকল গবেষণা পেপার পড়েছি, তা থেকে আমাদের মনে হয়েছে পর্যটন শিল্প নিয়ে আমাদের সামগ্রিক চিন্তাধারায় এক বড় ধরনের গলদ রয়েছে। এই গলদ যদি স্বীকার করা না হয়, তাহলে পর্যটন শিল্পের বিকাশ যেমন সম্ভব নয়, তেমনি এই শিল্পে বিশ্বের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোও সম্ভব হবে না ভবিষ্যতে।

আমরা আজকের পলিসি পেপারটি তৈরি করেছি মূলতঃ সেই গবেষণালব্ধ কিছু তথ্য সবার সাথে শেয়ার করার জন্য। গবেষণাটি করার পর আমাদের কাছে মনে হয়েছে পর্যটন শিল্প নিয়ে আমরা সবাই আসলে এক ধরনের কুসংস্কারের মধ্যে বসবাস করছি। এই কুসংস্কারগুলো রয়েছে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে, এমনকি সরকারের নীতিনির্ধারকদের মধ্যেও। এই কুসংস্কার বা মিথগুলোর কারণে আমরা যখনই পর্যটন শিল্পের বিকাশ নিয়ে আলোচনা করছি, তখনই সমগ্র বিষয়টি আমরা ব্যাখ্যা করছি একটি ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে।

তাই এই পর্যটন শিল্পের বিকাশ করার আগে আমাদের সবাইকেই জানতে হবে এই কুসংস্কার বা মিথগুলো কি কি। এই কুসংস্কারগুলো কোথাও লিপিবদ্ধ নেই। তবে এই কুসংস্কারগুলো আমাদের মধ্যে কাজ করছে অনেকটা নীরবে-নিভৃতে, অবচেতন মনে।

আমরা এই পলিসি পেপারে এই কুসংস্কার বা মিথগুলো নিয়েই আলোচনা করব এবং বিশেষণের মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করব এই মিথগুলো আসলেই কি মিথ, নাকি বাস্তবতা। পাঠকরা আমাদের এই পেপারটি পড়লে সহজেই ধরতে পারবেন আমরা এই বিষয়গুলিকে যেভাবে কুসংস্কার বা মিথ হিসাবে তুলে ধরছি, আমাদের অবচেতন মনে আসলেই একই ভুল ধারণা কাজ করছে কিনা।



আমরা এখন পর্যটন শিল্প নিয়ে আমাদের এই মিথগুলো নীচের বক্সে তুলে ধরছিঃ

### বাংলাদেশের পর্যটন মিথ

- মিথ ১ঃ যারা অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণে বের হন, শুধু তাড়াই ‘পর্যটক’  
মিথ ২ঃ পর্যটক আকৃষ্ট করতে হলে সবার আগে নজর দিতে হবে বিদেশীদের দিকে  
মিথ ৩ঃ বাংলাদেশে বিদেশী পর্যটক আকৃষ্ট করার মূল কেন্দ্র হল কক্সবাজার  
মিথ ৪ঃ বাংলাদেশের রক্ষণশীল সংস্কৃতি পর্যটন শিল্প বিকাশের অন্তরায়  
মিথ ৫ঃ পর্যটন শিল্পের বিকাশে ব্যক্তিখাতের ভূমিকাই প্রধান

আমরা আমাদের আজকের এই পলিসি পেপারটি সাজিয়েছি এই মিথগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দিয়ে। পাঠকদের পড়ার সুবিধার জন্য আমরা আমাদের পেপারটিকে একাধিক পর্বে ভাগ করেছি।

প্রথম পর্বে রয়েছে মিথ ১ সম্পর্কে আলোচনা। এর পরবর্তী চারটি পর্বের প্রতিটিতে আমরা এক একটি মিথ নিয়ে আলাদা করে আলোচনা করেছি। আর ষষ্ঠ পর্বে আমরা উপস্থাপন করেছি আমাদের প্রস্তাবনা এবং শেষ কথা। পাঠকরা এই পর্বগুলো পড়তে গিয়ে লক্ষ্য করবেন তিনটি পর্বের শেষে আমরা ফটো এলবাম যুক্ত করেছি যার মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যটন নীতির উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

আশাকরি পাঠকদের এই পেপারটির বিষয়বস্তু ভাল লাগবে।



## বাংলাদেশের পর্যটন মিথ ১

### যারা অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণে বের হন, শুধু তারাই ‘পর্যটক’

পর্যটক বলতে আমরা সবসময় বুঝি সেই সকল ব্যক্তিবর্গকেই যারা বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে একা কিংবা পরিবার নিয়ে অবকাশযাপনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ কিংবা অঞ্চল ঘুরতে বের হন। এই সকল পর্যটকদের ভ্রমণ আরো বেশি আনন্দদায়ক করার জন্য প্রয়োজন মান সম্পন্ন হোটেল, অবকাঠানো, চিওবিনোদনের ব্যবস্থা, ইত্যাদি।

বাংলাদেশ পর্যটন শিল্প নিয়ে যখনই কোন আলোচনা হয়, তখন এই ধরনের পর্যটকদের চাহিদার কথাই আলোচিত হয় সবচেয়ে বেশি। কিন্তু পর্যটক বলতে শুধুমাত্র অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে বের হওয়া পর্যটকদেরকে বোঝায় না। ‘পর্যটক’ শব্দটির ব্যাপ্তি আরো অনেক বেশি ব্যাপক, গভীর।

পর্যটন শিল্প নিয়ে যে কোন কৌশল প্রণয়নের আগে বুঝতে হবে পর্যটক বলতে আমরা কি বুঝি। এর কারণ আমরা যখন আমাদের দেশকে পর্যটকদের সামনে তুলে ধরব, তখন আমাদের দেশটি কাজ করবে একটি পণ্যের মত, আর এখানে পর্যটক হবে ভোক্তা। তাই একজন ভোক্তার কি চাহিদা, তিনি কি চাচ্ছেন, তা বিস্তারিত না বুঝেই আমরা যদি আমাদের কৌশল সাজিয়ে ফেলি, তাহলে সেই কৌশল বাস্তবে কাজে আসবে না। তা পর্যটন শিল্পের বিকাশেও কোন ভূমিকা রাখবে না।

পর্যটন শিল্পটি এমন ধরনের যে এই খাতে খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও এর সাথে যুক্ত থাকেন সমাজের প্রায় সবাই। তাই পর্যটন নীতিমালা এবং কৌশল প্রণয়নের আগে আমাদের সবার উচিত এই বিষয়ে একমত হওয়া। আমরা এখন নীচের সেকশনগুলিতে বিভিন্ন ধরনের পর্যটকদের পরিচয় তুলে ধরব।



## ১. এডভেঞ্চার প্রিয় পর্যটক

এডভেঞ্চার প্রিয় পর্যটক বা বেকপ্যাকারস (Backpackers) বলতে আমরা সংজ্ঞায়িত করছি সেই সকল পর্যটককে যারা মূলতঃ

- ক. একটি নতুন সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হবার জন্য বিভিন্ন দেশ বা অঞ্চল ভ্রমণ করেন;
- খ. যাদের বয়স মোটামুটি ৪০ বছরের নীচে;
- গ. যারা স্বল্পব্যয়ে ভ্রমণে ইচ্ছুক;
- ঘ. যাদের ভ্রমণ সময় হয় সাধারণত দীর্ঘ, এবং
- ঙ. যাদের ভ্রমণ পরিকল্পনা সাধারণত পরিবর্তিত হয় সময়ের সাথে সাথে<sup>১</sup>।



একটি ভিন্ন সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হবার জন্য যেহেতু এই ধরনের পর্যটকরা দেশ ভ্রমণে বের হন, সেহেতু তারা সবসময়ই চান যা তাদের নিজের দেশে পাওয়া যায়না, তার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে। তাই এই ধরনের পর্যটকদেরকে আকর্ষণ করতে একটি দেশের নিজস্ব সংস্কৃতিকেই তুলে ধরতে হবে সবার আগে। এর জন্য ভিনদেশী সংস্কৃতির অনুকরণ করার কোন প্রয়োজন নেই।

<sup>১</sup> ছবিসূত্রঃ [www.healthlink360.org](http://www.healthlink360.org)





## ২. স্বাস্থ্য সচেতন পর্যটক

এই ধরনের পর্যটকরা অন্য দেশ বা অঞ্চল ভ্রমণ করেন মূলতঃ নিজের কিংবা পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের জন্য। তারা চান সুস্থ থাকতে, উন্নত স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে নিজের আয়ু বাড়াতে। এই ধরনের পর্যটকরা মূলতঃ লক্ষ্য রাখেন দুটি বিষয়ের উপরঃ

ক. তিনি যে হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবা নেয়ার জন্য যাচ্ছেন, সেখানে মানসম্পন্ন সেবার নিশ্চয়তা রয়েছে কিনা, এবং

খ. এই হাসপাতালের সেবাসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচ নিজের আয়গের মধ্যে কিনা।

বিশ্বের যে সকল দেশ এই ধরনের পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছে, তাদের মধ্যে থাইল্যান্ড অন্যতম। ২০০৯ সালে এই দেশটি প্রায় ১৫ লক্ষ বিদেশী পর্যটককে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিল শুধুমাত্র তাদের উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কারণে। ২০০৪ সালে এই সংখ্যাটি ছিল ৬৩০,০০০। ২০১৪ সালে শুধুমাত্র বিদেশী স্বাস্থ্য সচেতন পর্যটকদের কাছ থেকে থাইল্যান্ডের হেলথ ট্যুরিজম থেকে মোট আয়ের লক্ষ্য প্রায় ১২.২ বিলিয়ন ইউএস ডলার।



থাইল্যান্ডের বিখ্যাত বামরুনগ্রাদ হাসপাতাল<sup>২</sup>

<sup>২</sup> ছবিসূত্রঃ [www.gulfexpressgroup.com](http://www.gulfexpressgroup.com)





এই ধরনের পর্যটকদের যেহেতু একমাএ লক্ষ্য থাকে মানসম্পন্ন এবং অপেক্ষাকৃত সুলভ স্বাস্থ্যসেবা, সেহেতু অন্তত তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, বাংলাদেশে যদি বিশ্বমানের অন্তত ১০ টি হাসপাতাল গড়ে তোলা যায় এবং সেখানে সুলভ মূল্যে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা যায়, তাহলে বাংলাদেশের সামগ্রিক দুর্বল অবকাঠামো নিয়েও এই খাতে প্রতি বছর বিলিয়ন ডলার আয় করা সম্ভব।

স্বাস্থ্য সচেতন পর্যটকরা শুধু যে প্রচলিত এবং আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা নেয়ার জন্য আগ্রহী হবেন, তা কিন্তু নয়। এমন অসংখ্য স্বাস্থ্য সচেতন পর্যটক রয়েছেন যারা অপ্রচলিত এবং প্রাচীন স্বাস্থ্যসেবার ব্যাপারেও আগ্রহী হতে পারেন। এই ধরনের পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য টার্কিতে থার্মাল ট্যুরিজমের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। এই ব্যাপারে আমরা কিছু তথ্য নীচের বক্সে তুলে ধরিঃ

### টার্কির থার্মাল ট্যুরিজম



টার্কির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য প্রাকৃতিক উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে যা দেহের জন্য উপকারী। টার্কিতে এই ধরনের প্রস্রবণের সংখ্যা প্রায় ১৩০০টি। এই সকল প্রস্রবণে পানির তাপমাত্রা থাকে ২০-১১০ ডিগ্রি সে.। এই প্রস্রবণের পানিতে বিভিন্ন ধরনের খনিজ পদার্থ মিশ্রিত থাকে যার ফলে এই পানিতে দীর্ঘ সময় গোসল করলে শরীরের বিভিন্ন রোগের উপশম হয়।

এই প্রস্রবণগুলিকে কেন্দ্র করে টার্কিতে একটি বিশাল পর্যটন শিল্পের উদ্ভব হয়েছে। এই প্রস্রবণগুলিকে ঘিরে রয়েছে অসংখ্য ফাইভ স্টার হোটেল যেখানে প্রতিনিয়ত দেশি-বিদেশী পর্যটক ভ্রমণ করছেন। থার্মাল পর্যটনের দিক থেকে টার্কির অবস্থান ইউরোপের মধ্যে প্রথম এবং সারা বিশ্বে ৭ম। টার্কির ৪৬টি শহরে বর্তমানে প্রায় ২০০ থার্মাল পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে। সারা বছর এই থার্মাল কেন্দ্রগুলিতে প্রায় ৭০ লক্ষ দেশীয় এবং প্রায় ২ লক্ষ বিদেশী পর্যটকের আগমন ঘটে।

পর্যটন খাতের উন্নয়নে টার্কিশ সরকার যে ভিশন প্রণয়ন করেছে, তাতে থার্মাল ট্যুরিজমকে একটি অন্যতম পর্যটন খাত হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। দীর্ঘ মেয়াদে টার্কির লক্ষ্য থার্মাল ট্যুরিজমে বিশ্বের শীর্ষস্থান দখল করা এবং বছরে প্রায় দেড় কোটি থার্মাল পর্যটককে আকৃষ্ট করা।

তথ্যসূত্র: [www.allaboutturkey.com](http://www.allaboutturkey.com) এবং Ministry of Culture and Tourism, Republic of Turkey

ছবিসূত্র: [www.9pages.com](http://www.9pages.com)

### ৩. ধার্মিক পর্যটক

ধার্মিক পর্যটকেরা বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন মূলতঃ ধর্মীয় কারণে। পৃথিবীর এমন অনেক দেশ রয়েছে যেখানকার বিভিন্ন স্থাপনা ধর্মীয় তাৎপর্যপূর্ণ, এবং এই সকল স্থান ভ্রমণ করার তাগিদ অনুভব করেন অনেক পর্যটকই। আবার এমন কিছু ধর্মীয় স্থান রয়েছে যেখানে প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশ-বিদেশের অসংখ্য পর্যটক বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদযাপনের উদ্দেশ্যে সেখানে সমবেত হন।

ধর্মীয় পর্যটনের একটি অন্যতম কেন্দ্র হল সৌদি আরবের মক্কা এবং মদীনা। প্রতি বছর হজ্জ এবং ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে অসংখ্য মুসলিম এই স্থান দুটি ভ্রমণ করেন। ২০১১ সালে সৌদি আরবে প্রায় ১ কোটি ৭৫ লক্ষ পর্যটকের আগমন ঘটেছিল, যাদের অধিকাংশই ছিল ধর্মীয় পর্যটক। পর্যটক আকর্ষণের ক্ষেত্রে ২০১১ সালে সৌদি আরবের অবস্থান ছিল সারা বিশ্বে ১৬তম<sup>১</sup>।

<sup>১</sup> তথ্যসূত্র: [www.indexmundi.com](http://www.indexmundi.com). ছবিসূত্র: [www.redicecreations.com](http://www.redicecreations.com)





বাংলাদেশে প্রতি বছর ইজতেমার কারণেও লক্ষাধিক পর্যটকের আগমন ঘটে যাদের অনেকেই আবার বিদেশ থেকে আসেন। মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের ইজতেমা হজ্জের পর সর্ববৃহৎ মুসলমানদের সমাবেশ। তাই এই সমাবেশকে যদি সঠিকভাবে বিশ্বের কাছে তুলে ধরা যায় এবং এর অবকাঠামো আরো বেশি উন্নত করা যায়, তাহলে শুধুমাত্র এই সমাবেশকে কেন্দ্র করেই লক্ষাধিক বিদেশী পর্যটককে আকৃষ্ট করা সম্ভব।

#### ৪. ব্যবসায়ী পর্যটক

ব্যবসায়ী পর্যটকেরা বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন মূলতঃ ব্যবসায়িক কারণে। কোন একটি দেশের বিনিয়োগ পরিবেশ যদি উন্নত হতে থাকে এবং সেই দেশের পণ্য যদি গুণে ও মানে আকর্ষণীয় হয়, তাহলে সেই দেশে ব্যবসায়ী পর্যটকদের আগমন বাড়তে থাকে।

বাংলাদেশে যে সকল বিদেশী পর্যটক প্রতি বছর ভ্রমণ করেন, তাদের একটি বড় অংশ হল ব্যবসায়ী পর্যটক, কারণ বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাত বর্তমানে বিশ্বে সুনাম অর্জন করেছে তার পণ্যের গুণগত মান এবং সাশ্রয়ী মূল্যের কারণে। ফলে এই সকল পণ্য বাংলাদেশ থেকে আমদানি করার জন্য প্রচুর বিদেশী ব্যবসায়ী পর্যটককে বাংলাদেশ ভ্রমণ করতে হচ্ছে নিয়মিত<sup>৪</sup>।

<sup>৪</sup> ছবিসূত্রঃ [www.granitenet.net.au](http://www.granitenet.net.au)





### ৫. অবকাশকালীন পর্যটক

বাংলাদেশে পর্যটন খাতের বিভিন্ন আলোচনায় যে সকল পর্যটকদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়, তারা হল অবকাশকালীন বা হলিডে পর্যটক। এই সকল পর্যটকদের বৈশিষ্ট্য হলঃ

- ক. তারা বিভিন্ন দেশ-অঞ্চল ভ্রমণ করেন মূলতঃ অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে;
- খ. তারা মূলতঃ মধ্যবিণ্ড, উচ্চ-বিণ্ড কিংবা উচ্চ মধ্যবিণ্ড শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত;
- গ. একটি দেশ নির্বাচনে তারা সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেন সেই সকল দেশকে যাদের অবকাঠামো উন্নত, এবং যেখানে দর্শনীয় অনেক স্থান রয়েছে;
- ঘ. এই ধরনের অনেক পর্যটক আবার প্রাধান্য দেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে যেখানে নীরবে, নিরবিচ্ছিন্নভাবে ছুটি কাটানো যায়। অবকাশকালীন পর্যটকদের বিশেষ এই বৈশিষ্ট্যকে উপজীব্য করে পৃথিবীর বিভিন্ন দ্বীপরাষ্ট্রে গড়ে উঠেছে উচ্চবিণ্ডদের আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র।







## ৬. শিক্ষাবিদ পর্যটক

এই পর্যটকেরা অতি উচ্চ শিক্ষিত এবং তাদেরকে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করতে হয় শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য। পৃথিবীর যে সকল দেশ অধিক পরিমাণে পর্যটকদেরকে আকৃষ্ট করতে পারছে, তারা এই সকল শিক্ষাবিদ পর্যটকদেরকেও আকর্ষণ করছে নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। যেমন, মালয়শিয়া শিক্ষাবিদ পর্যটকদেরকে আকর্ষণ করার জন্য নিয়মিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর কনফারেন্স, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করছে যেখানে নিয়মিত বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষাবিদ পর্যটকদের আগমন ঘটছে।



<sup>৬</sup> ছবিসূত্রঃ [www.btu.cz](http://www.btu.cz)



## ৭. সংস্কৃতিমনা পর্যটক

সংস্কৃতিমনা পর্যটকরা বিভিন্ন দেশ ঘুরতে বের হন মূলতঃ সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়ার জন্য। আর্টশো, কনসার্ট, থিয়েটারের নাটক ইত্যাদি দেখতে কিংবা অংশ নিতে এই সকল পর্যটকেরা দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেন। এদের মধ্যে আবার অনেক পর্যটক রয়েছেন যারা বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনা বা পুরাকীর্তি দেখতে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। শুধুমাএ ঐতিহাসিক পুরাকীর্তির কারণে যে সকল দেশ পর্যটনের জন্য সারা বিশ্বে বিখ্যাত, তার মধ্যে ইজিপ্ট অন্যতম।

## ৮. ক্রীড়ানুরাগী পর্যটক

ক্রীড়ানুরাগী পর্যটকদের আগমন ঘটে কোন একটি ক্রীড়া বিষয়ক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যেমন অলিম্পিক, ওয়ার্ল্ড কাপ, এশিয়ান গেমস ইত্যাদি। এই সকল বৃহৎ ক্রীড়া অনুষ্ঠানের পিছনে একটি বড় উদ্দেশ্য থাকে দেশটিকে আন্তর্জাতিক পর্যটকদের সামনে তুলে ধরা এবং ক্রীড়ানুরাগী পর্যটকদেরকে আকৃষ্ট করা। যেমন ২০১৪ সালে ব্রাজিলের ফিফা বিশ্বকাপে প্রায় ১০ লক্ষ পর্যটকের আগমন ঘটেছিল<sup>৬</sup>।

তবে একটি ক্রীড়া অনুষ্ঠান ছাড়াও একটি দেশ ক্রীড়ানুরাগী পর্যটকদেরকে আকৃষ্ট করতে পারে ক্রীড়াবিষয়ক বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে। যেমন, গলফ খেলায় আগ্রহী পর্যটকদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য দেশে দেশে তৈরি হয়েছে গলফ রিসোর্ট যেখানে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত পর্যটকরা গলফ খেলে সময় কাটাতে পারেন। একই রকম স্থাপনা রয়েছে বিভিন্ন শীত প্রধান দেশে যেখানে বরফের মধ্যে স্কিইং করার জন্য বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দেশের পর্যটকদের আগমন ঘটে।

<sup>৬</sup> তথ্য এবং ছবিসূত্রঃ <http://blogs.wsj.com/dailyfix/2014/07/15/brazil-welcomes-one-million-world-cup-tourists/>





## ৯. দেশি এবং বিদেশী পর্যটক

উপরের আর্টটি শ্রেণি ছাড়াও পর্যটকদেরকে আবার ভাগ করা যায় তাদের ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে। একজন নাগরিক যখন তার নিজের দেশের ভিতরেই কোন স্থানে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য ভ্রমণে বের হন, তখন তিনি পরিণত হন একজন দেশীয় পর্যটকে।

আবার তিনি যখন তার দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিদেশের মাটিতে স্বল্প সময়ের জন্য পা রাখেন, তখন সেই দেশের বিচারে তিনি একজন বিদেশী পর্যটক। দেশীয় পর্যটকরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতে পারেন পেশাগত কারণে, ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে, স্বাস্থ্যগত কারণে, শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়ার জন্য, অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে, কোন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য অথবা শুধুমাত্র আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা করার জন্য।





পাঠকরা লক্ষ্য করুন, আমরা উপরের আলোচনায় নয় ধরনের পর্যটকদের সংজ্ঞা এবং তাদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরলাম, অথচ আমাদের সাধারণ ধারণা হল পর্যটক হল শুধু তারাই যারা শুধুমাত্র অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ান।

এখানে উল্লেখ্য, এই নয় প্রকারের পর্যটকদের মধ্যে আবার কমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমন একজন শিক্ষাবিদ পর্যটক একটি কনফারেন্সের জন্য একটি দেশ ভ্রমণ করলে সেই দেশে গিয়ে তিনি অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে কোন এলাকা বা অঞ্চল ভ্রমণ করতে পারেন এবং দুটি অতিরিক্ত দিন ব্যয় করতে পারেন। একই কথা প্রযোজ্য ধার্মিক পর্যটক কিংবা ব্যবসায়িক পর্যটকদের বেলায়ও। তাই পর্যটন খাতের সামগ্রিক উন্নয়ন করতে হলে আমাদেরকে সকল ধরনের পর্যটকদের চাহিদার কথা বিবেচনা করতে হবে।

এরপর পড়ুন,

দ্বিতীয় পর্ব – মিথ ২ঃ পর্যটক আকৃষ্ট করতে হলে সবার আগে নজর দিতে হবে বিদেশীদের দিকে

<http://www.ideasfd.org/assets/PP3-P2.pdf>

তৃতীয় পর্ব – মিথ ৩ঃ বাংলাদেশে বিদেশী পর্যটক আকর্ষণ করার মূল কেন্দ্র হল কক্সবাজার

<http://www.ideasfd.org/assets/PP3-P3.pdf>

চতুর্থ পর্ব – মিথ ৪ঃ বাংলাদেশের রক্ষণশীল সংস্কৃতি পর্যটন শিল্প বিকাশের অন্তরায়

<http://www.ideasfd.org/assets/PP3-P4.pdf>

পঞ্চম পর্ব – মিথ ৫ঃ পর্যটন শিল্পের বিকাশে ব্যক্তিখাতের ভূমিকাই প্রধান

<http://www.ideasfd.org/assets/PP3-P5.pdf>

শেষ পর্ব – আইএফডি'র প্রস্তাবনা

<http://www.ideasfd.org/assets/PP3-P6.pdf>



©IDEAS FOR DEVELOPMENT (IFD)  
[ideasfd@gmail.com](mailto:ideasfd@gmail.com)  
[www.ideasfd.org](http://www.ideasfd.org)

[Keyword for Websearch: IFD Policy Paper Series, Myths of Bangladesh's Tourism]

